দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২০ JAN 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বদলি নীতিমালার বাস্তবায়ন

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বদলির তদবিরে দিশাহারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত তদবির সামলাইতে প্রণয়ন করা হইল বদলি ও পদায়ন নীতিমালা। সম্প্রতি এই ব্যাপারে এক আদেশ জারি করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাহাতে দেখা যায়, কোনো শিক্ষক এখন হইতে বৎসরের নির্ধারিত সময়ে দুইবারের বেশি বদলির আবেদন করিতে পারিবেন না। প্রভাষক হিসাবে নিয়োগের পর দুই বৎসর অতিবাহিত না হইলে ঢাকায় বদলির আবেদন করা যাইবে না। ইহাছাড়া বাছাই ও সুপারিশ কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত মাসেই প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকদের সকল বদলির আবেদন নিষ্পত্তির ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। ইহার আগে মন্ত্রণালয়ে বদলির চাপ কমাইতে গত বৎসরের শুরু হইতে প্রতি মাসের প্রথম পাঁচদিন সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বদলির আবেদন অনলাইনে জমা নেওয়া হইতেছিল। কিন্তু ইহাতেও কাজ হইতেছিল না। বদলির তদবিরে মন্ত্রণালয়ে ভিড় লাগিয়াই থাকিত। এখন নূতন নীতিমালার কারণে পরিস্থিতি কিছুটা সহনীয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, চাকুরি দুই বৎসর না হইলে ঢাকায় কলেজ শিক্ষকদের বদলি করা যাইবে না—এই নীতি আগেও ছিল। কিন্তু সব সময় তাহা মানা হইত না। এখন নূতন নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন কতটা হয়, তাহাই দেখিবার বিষয়। আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বদলির চাপ কমাইতে শুধু নহে, এই নীতিমালা আরেকটি কারণেও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা বহুদিন ধরিয়া গ্রাম ও মফস্বলের বিভিন্ন সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকটের কথা বলিয়া আসিতেছি। মাউশির এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তিন শতাধিক সরকারি কলেজে ১৫ হাজার ২৮৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে তিন হাজার ৭৫৪টি পদ শূন্য। অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ পদই খালি। তন্মধ্যে মফস্বল এলাকায় অবস্থিত কলেজগুলিতেই শিক্ষক সংকট বেশি। বিসিএসের মাধ্যমে নূতন শিক্ষক নিয়োগ দিয়া এই সমস্যার সমাধান করা জরুরি। তবে নূতন শিক্ষক নিয়োগ দিবার আগ পর্যন্ত মফস্বলের প্রতি যাহাতে বিমাতাসুলভ আচরণ করা না হয়, বরং জনবলের দিক দিয়া মোটামুটি সমতা রক্ষা করা যায়, সেইদিকে নজর দেওয়া উচিত। আলোচ্য বদলি নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাহা অনেকটাই সম্ভব হইতে পারে। কেননা এই নীতিমালায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলির শূন্যপদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদায়ন করা হইবে। আমরা আশা করি, এই নীতি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসকদের মতো অনেক শিক্ষকও আজ বাড়তি আয়-উপার্জন ও নানা কারণে মফস্বলে থাকিতে চাহেন না। তাহাছাড়া গ্রাম বা মফস্বলে পরিবার-পরিজন নিয়া বসবাসের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও কম। এই কারণে ঢাকায় বদলির ব্যাপারে চাপ অত্যধিক। ইহাতে সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় মারাত্মকভাবে। অতএব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেভাবে কড়াকড়ি আরোপের মাধ্যমে অনেকটাই নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তেমিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও মফস্বলের সরকারি কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও তাহাদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। ইহাছাড়া মানবিক কারণে বদলির ক্ষেত্রে চাকুরীজীবী স্বামী-স্ত্রী এবং অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাওয়া শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় নেওয়া বাঞ্ছনীয়।